গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, প্লট-এফ ১ /এ, আগারগাঁও,
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
[কাস্টমস]

স্থায়ী আদেশ নং-৯১ /কাস্টমস/২০২৫/১২৩

তারিখ: ১৮ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০২ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ, ২০২৫।

১। আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত এবং চোরাচালান বা আইনের অন্য কোন বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত পণ্যের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ইতোপূর্বের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৬- এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ স্থায়ী আদেশ জারি করা হলো। পচনশীল পণ্যের নিষ্পত্তি বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারিকৃত এস.আর.ও নং- ২৬৯- আইন/২০২১/৪৪/কাস্টমস; তারিখ ০৮ আগস্ট, ২০২১ (পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২১) এর সংশোধিত এস.আর.ও নং ২৪-আইন/২০২৪/০৪/কাস্টমস; ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি.এর বিধান প্রযোজ্য হবে। উক্ত বিধিমালায় বিধৃত নেই এমন বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এই আদেশে বিধৃত বিধান প্রযোজ্য হবে।

২। সংজ্ঞা: এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) 'আইন' অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭নং আইন);

(খ) 'আটককারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ যে সংস্থা/দপ্তর/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পণ্য আটক করা হয়ে থাকে, যেমন কাস্টমস, বিজিবি, পুলিশ, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আনসার এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত/মনোনীত অন্য যে কোন সংস্থা;

(গ) 'কমিশনার' অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন নিযুক্ত কমিশনার অব কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(২৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

(ঘ) 'কাস্টমস কর্মকর্তা' অর্থ আইনের ধারা ৪ এর অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) 'গুদাম কর্মকর্তা' অর্থ কমিশনার কর্তৃক কাস্টমস গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা;

(চ) 'ধ্বংস' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ধ্বংস;

(ছ) 'নিলাম' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত ই-নিলাম (E-Auction) (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত E-Auction মডিউল, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত)। যেক্ষেত্রে ই-নিলাম সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক বা সিল্ড পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি। যেক্ষেত্রে ই-নিলামের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নিলাম সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ই-নিলাম ও সিল্ড উভয় পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি;

(জ) 'নিলামকারী (Auctioneer)' অর্থ নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে নিলাম পরিচালনার কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ স্থায়ী আদেশের অনুচ্ছেদ ২ এর উপানুচ্ছেদ (ঝ) তে বর্ণিত নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ;

(ঝ) 'নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট/ ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা কমিশনার কর্তৃক নিলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত এক বা একাধিক কর্মকর্তা;

(ঞ) 'নিষ্পত্তি' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ট) 'নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য' অর্থ আইনের ধারা ১৭১ (১) এর টেবিলের কলাম (২) এ বর্ণিত শাস্তির বিধানমতে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য এবং ধারা ১৭ এবং সেই সঙ্গে পঠিতব্য Imports and Exports (Control) Act, 1950 এর Section 3 (1), Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর Section 8 এর Sub Section (1), (2) এবং The Special Powers Act, 1974 এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের কারণে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য। আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য যা কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময় এবং উক্ত সময়ের পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত সময়েও খালাস না নেওয়ার কারণে নিলামযোগ্য এমন পণ্যও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ঠ) 'পচনশীল পণ্য' অর্থ পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ২ (১) (জ) এ সংজ্ঞায়িত পচনশীল পণ্য;

(ড) 'পরীক্ষণ কর্তৃপক্ষ' অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান যেমন: বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন, BCSIR, BSTI এবং সরকারি প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় যেমন: BUET, CUET, KUET ও RUET ইত্যাদি;

(ঢ) 'বন্দর কর্তৃপক্ষ' অর্থ আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্রবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর, বিমানবন্দর এবং একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ;

(ণ) 'হেফাজতে রক্ষাকারী ব্যক্তি' অর্থ আইনের ধারা ২৩৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন বন্দর (স্থল/নৌ/বিমান), অফডক, সরকারী-বেসরকারী আইসিডিসহ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(৩) আটককৃত বা অখালাসকৃত পণ্য জমা প্রদান ও গ্রহণ পদ্ধতি:

(ক) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এই আইনের আওতায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত আটককারী সংস্থা কর্তৃক আটককৃত পণ্য আইনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিকটস্থ কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করতে হবে। তবে আটককারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, হীরা বা অনুরূপ মুল্যবান ধাতু বা জুয়েলারি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের পূর্বে যাচাইকারী স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সনদ বা প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য যা আইনে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত কিংবা অন্যবিধ কারণে অখালাসকৃত তা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কায়িকভাবে এবং/ অথবা দালিলিকভাবে কাস্টমস গুদামে অথবা কাস্টমস বন্ডেড নিলাম গুদামে স্থানান্তর করতে হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ চোরাচালান নিরোধ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্য প্রতিদিন সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত গুদামে জমা গ্রহণ করবেন। তবে, পচনশীল পণ্য অফিস সময়ের পরও গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) আটককৃত পণ্য জমা প্রদানের সময় আটককারী সংস্থা কর্তৃক ৩ (তিন) প্রস্থ আটক প্রতিবেদন গুদাম কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা পণ্যের বাস্তব অবস্থা/বর্ণনা (মডেল, ব্র্যান্ড, আর্ট/পার্ট নম্বরসহ) পরিমাণ, মেয়াদ, আনুমানিক মূল্য, ইত্যাদি গুদাম রেজিস্টারে (জি আর) লিপিবদ্ধ করে আটক প্রতিবেদনে স্বাক্ষর ও নামীয় সিল প্রদান করবেন এবং আটক প্রতিবেদনের প্রথম কপি পণ্য জমাদানকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন, দ্বিতীয় কপি সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন এবং তৃতীয় কপি নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

৪। আটককৃত বা নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি:

(ক) মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, হীরা বা অনুরূপ মুল্যবান ধাতু বা জুয়েলারি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা নিকটস্থ কাস্টমস গুদামে গৃহীত হওয়ার পর ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে বা ট্রেজারি ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। যদি ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জমা প্রদান করা সম্ভব না হয়

সেক্ষেত্রে বিলম্বের উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক ১ (এক) মাসের মধ্যে নিকটস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে জমাদানের পূর্বে এ ধরনের পণ্য বিধি মোতাবেক যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মূল্যবান গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) অন্যান্য নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তির ধরণ (নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ) অনুসারে গুদাম কর্মকর্তা তাঁর এখতিয়ারাধীন গুদামের আয়তন, পরিধি ও কাঠামো অনুযায়ী এমনভাবে সাজিয়ে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে শনাক্তকরণ বা পরিদর্শন কার্যক্রম সহজ হয়।

(গ) গুদামে আটককৃত পণ্য রাখার স্থান সংকুলান না হলে, নিকটবর্তী অন্য কোন কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করা যাবে।

৫। আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা দাবীদারকে নোটিশ প্রদান:

আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত এবং চোরাচালান বা আইনের অন্য কোন বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত পণ্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে খালাস নেওয়া বা রপ্তানি করা না হলে উক্ত পণ্য নিষ্পত্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে পণ্য খালাস নেওয়ার বা রপ্তানি করার জন্য অথবা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও জমাকৃত পণ্যের দাবীদার থাকলে উক্ত দাবীদারকে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করে নোটিশ জারি করতে হবে। সময়ক্ষেপণ এড়ানোর জন্য এ নোটিশ ডাক বা কুরিয়ার সার্ভিস ছাড়াও ইমেইল অথবা ফ্যাক্সযোগে প্রেরণ করা যাবে।

প্রেরিত নোটিশের একটি কপি অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং এলসি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। মেনিফেস্টে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা হয়নি এরূপ পণ্যচালানের ক্ষেত্রে শিপিং এজেন্ট বা বাহক বরাবর নোটিশ প্রেরণ করতে হবে। যেক্ষেত্রে পণ্যের মালিকের ঠিকানা জানা না থাকে, সে ক্ষেত্রে আমদানি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস বা এলসি স্টেশন অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙাতে হবে। উক্ত নোটিশের কপি এলসি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক (যদি থাকে) এবং সিএন্ডএফ এজেন্ট (যদি থাকে) প্রেরণ করতে হবে। পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রেও একইভাবে নোটিশ জারি করতে হবে। এক্ষেত্রে নোটিশ জারির পর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তা পণ্যের মালিক বা আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা দাবীদারকে অবগতকরণের উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ বা মাইকিং বা যেরূপ প্রযোজ্য হয় সে অনুযায়ী অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

পণ্যের দাবীদারকে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করে নোটিশ জারি ও অন্যান্য কার্যক্রম শেষে যদি সঠিক দাবীদার পাওয়া যায় তবে উক্ত দাবীদারের অনুকূলে আলোচ্য পণ্যের সকল শুল্ক করাদি বা পাওনাসহ আইনের বিধানাবলীর আলোকে অর্থদন্ড ও জরিমানা আদায় সাপেক্ষে খালাস দেয়া যাবে।

৬। নিলাম কমিটি:

কাস্টমস হাউস অথবা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার সংশ্লিষ্ট অ্যাডিশনাল কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনারকে আহ্বায়ক করে এক বা একাধিক নিলাম কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে নিলাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং গুদাম কর্মকর্তা ছাড়াও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত অন্যান্য কাস্টমস কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি অথবা বেসরকারি দপ্তর হতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি কো-অপ্ট করা যাবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হবেন। তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) না থাকলে এতদউদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সদস্য সচিব হবেন। পচনশীল পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থল কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিলাম কমিটি গঠন করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থল কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তরের বিভাগীয় কর্মকর্তা নিলাম কমিটির আহবায়ক এবং সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা সদস্য সচিব হবেন।

৭। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

(১) নিলাম ব্যতীত হস্তান্তর বা অন্য উপায়ে ব্যবস্থাপনা: আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত এবং চোরাচালান বা আইনের অন্য কোন বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত পণ্য নিলামের পূর্বে হস্তান্তরের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুসরণ করে নিষ্পত্তি করতে হবে;

(ক) চোরাচালানের দায়ে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত যে সকল পণ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডার কর্তৃক জমা নেওয়া হয় সে সকল পণ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে জমা দিতে হবে।

(খ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পচনশীল পণ্য (চিনি, লবণ, ডাল, সয়াবিন তেল ইত্যাদি) টিসিবির নিকট বিক্রি করতে হবে।

(গ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতার রিজার্ভ মূল্যসহ তালিকা তাঁত বোর্ডকে সরবরাহ করতে হবে। উক্ত সুতা তাঁত বোর্ড আগ্রহী নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতিসমূহের মধ্যে বরাদ্দ করবে। বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিজার্ভ মূল্যের (সংরক্ষিত মূল্য) ন্যূনতম ৬০% মূল্য প্রদানপূর্বক সুতা উত্তোলন করবে।

(ঘ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, হীরা বা অনুরূপ মূল্যবান ধাতু বা জুয়েলারি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা অনুচ্ছেদ ৪(ক) অনুযায়ী সাময়িকভাবে জমা প্রদান করতে হবে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

(ঙ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ যথাযথ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

(চ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড প্রতিষ্ঠান বা মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক এতদ্উদ্দেশ্যে যথাযথ লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান এর নিকট রিজার্ভ মূল্যের (সংরক্ষিত মূল্য) ন্যূনতম ৬০% মূল্যে বিক্রি করতে হবে।

(ছ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড প্রতিষ্ঠান এর নিকট আইনের ধারা ২৭ অনুযায়ী নির্ধারণকৃত মূল্যে বিক্রয় করতে হবে।

(জ) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত প্রত্নসম্পদাদি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় যাদুঘর বা আঞ্চলিক যাদুঘর অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে হস্তান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রত্নসম্পদাদি প্রদর্শনকালে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নাম উল্লেখ করবেন।

(ঝ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত প্রাণী বা প্রাণীর দেহাবশেষের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রাণী বা প্রাণীর দেহাবশেষ বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে হস্তান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(ঞ) অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত ঔষধের কাঁচামাল ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ঔষধ কোম্পানি (যেমন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিঃ) এর নিকট ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ব্লকলিস্টের নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী বিক্রয় করতে হবে।

(ট) একাধিক নিলামের পরও বিক্রি হয়নি এরূপ পণ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনস্বার্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিলাম ব্যতীত বিক্রয় (সংরক্ষিত মূল্যের ৬০% এর কমে নয় এবং ৬০% এর অধিক মূল্যের একাধিক প্রস্তাব পাওয়া গেলে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যে) করতে পারবে। তবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে সরকার

দাবীদারবিহীন বাজেয়াপ্তকৃত নিলামযোগ্য পণ্যের নিলাম ব্যতীত সরকারী/আধা-সরকারী ও স্বায়িত্ব শাসিত দপ্তরে/প্রতিষ্ঠানে বিলিবন্দেজ/হস্তান্তর করতে পারবে।

(ঠ) অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পচনশীল পণ্য যদি এরূপ হয় যার পর্যাপ্ত মেয়াদ রয়েছে, কিন্তু উক্ত মেয়াদ নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে পণ্যটি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ও খাদ্যগ্রহণের উপযোগী থাকা অবস্থায় এবং শর্তসাপেক্ষে সরকারী এতিমখানা বা জেলখানা কর্তৃপক্ষের বরাবর হস্তান্তরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে।

(ড) আমদানি নিষিদ্ধ নয় কিন্তু একাধিক নিলামের পরও বিক্রি হয়নি এরূপ বিপদজনক পণ্য এবং পরীক্ষণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহারের উপযোগিতা রয়েছে মর্মে প্রত্যয়নকৃত এরূপ মেয়াদোত্তীর্ণ বিপদজনক পণ্য কেমিক্যাল জাতীয় পণ্যসমূহ প্রযোজ্য শর্ত (যদি থাকে) পূরণ সাপেক্ষে নিলাম কমিটির সুপারিশ ও কমিশনার কর্তৃক অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে উপকরণ হিসেবে এই পণ্য ব্যবহার করে এমন প্রকৃত উৎপাদনকারী বিশেষায়িত সংস্থা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সর্বোচ্চ অফার মূল্যে বিক্রয় করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে, সরকারী/আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবে।

(২) নিলামের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

(ক) নিলামযোগ্য পণ্য:

(১) উপ-অনুচ্ছেদ ৭(১) এবং ৭(৩) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত এবং চোরাচালান বা আইনের অন্য কোন বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলামে বিক্রি করা যাবে। তবে বৈদেশিক মিশন, কূটনীতিক, প্রিভিলেজড় পার্সন/নন প্রিভিলেজড পার্সন কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য নিলামের পূর্বে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা পাস বই ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

(২) শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য (শিল্পের কাঁচামালসহ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিয়ে অতঃপর নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিলাম প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে।

(৩) অবাধে আমদানিযোগ্য শাড়ী, থ্রিপিস, কম্বল, লুঙ্গিসহ অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্রাদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভান্ডারে গৃহীত না হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(৪) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পচনশীল পণ্য (চিনি, লবণ, ডাল, সয়াবিন তেল ইত্যাদি) টিসিবি কর্তৃক গৃহীত না হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(৫) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতা, আটক/বাজেয়াপ্ত পরবর্তী সময়ে তাঁত বোর্ডকে পত্র প্রদানের পরবর্তী ৩ (তিন) মাস সময়ের মধ্যে তাঁত বোর্ডের তালিকাভুক্ত সমিতি কর্তৃক উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(৬) অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে (সার, বীজ, ঔষধ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত না হলে তা আমদানি নীতি আদেশের শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(৭) নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য আদালতে বিচারাধীন থাকলে আইনের ধারা ১৭৩ উপ-ধারা (৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(খ) নিলাম পদ্ধতি:

(অ) প্রকাশ্য নিলাম:

(১) পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে: নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য পচনশীল পণ্য হলে তা দ্রুত নিলামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলামের আয়োজন করতে হবে।

কাস্টমস হাউসের ক্ষেত্রে, পণ্য গ্রহণের পরপরই কাস্টমস হাউসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনারের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট নিলামকারী কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামের সময় নির্ধারণ করে কমপক্ষে ২ (দুই) কিলোমিটার পর্যন্ত চতুর্দিকে এবং নিকটবর্তী স্থানে উক্ত পণ্যের বাজার থাকলে সেখানে মাইকিং এবং কাস্টমস হাউসের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের ক্ষেত্রে, পণ্য গ্রহণের পরপরই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনারের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট নিলামকারী কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামের সময় নির্ধারণ করে কমপক্ষে ২ (দুই) কিলোমিটার পর্যন্ত চতুর্দিকে এবং নিকটবর্তী স্থানে উক্ত পণ্যের বাজার থাকলে সেখানে মাইকিং করতে হবে।

কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটের ক্ষেত্রে, পণ্য গ্রহণের পরপরই সংশ্লিষ্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট নিলামকারী কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামের সময় নির্ধারণ করে কমপক্ষে ২ (দুই) কিলোমিটার পর্যন্ত চতুর্দিকে এবং নিকটবর্তী স্থানে উক্ত পণ্যের বাজার থাকলে সেখানে মাইকিং করতে হবে।

নিলাম অনুষ্ঠানের পর সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দরের ২০% জামানত **পরিশিষ্ট 'ক'** অনুযায়ী জমা রাখতে হবে। নিলাম কার্যক্রম শেষে উক্ত জামানত ফেরত বা সমন্বয়যোগ্য হবে। প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মূল্যে সংশ্লিষ্ট নিলামের পণ্য বিক্রি করতে হবে। নিলামকৃত পণ্যের পূর্ণমূল্য ই-পেমেন্ট অথবা 'এ চালান (Automated Challan) এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। যেক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট অথবা 'এ চালান' এর মাধ্যমে পরিশোধের সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। নিলামকৃত পণ্যের পূর্ণমূল্য প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত যাচাইকৃত ই-পেমেন্ট/ 'এ চালান'/ট্রেজারি চালানের কপিসহ সংশ্লিষ্ট কমিশনারকে অবহিত করতে হবে।

(২) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন মর্মে প্রেরিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিপজ্জনক পণ্য যা বন্দরের নিরাপত্তা ঝুঁকি ও অন্যান্য সার্বিক দিক বিবেচনায় নিলাম কমিটি কর্তৃক দ্রুত নিষ্পত্তি আবশ্যক প্রতীয়মান হয়, সেসকল বিপজ্জনক পণ্য অনুচ্ছেদ ৭(২) এর খ (অ) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করতে হবে।

(আ) E-Auction এর মাধ্যমে নিলাম:

পচনশীল পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে E-Auction এর মাধ্যমে নিলাম সম্পন্ন করতে হবে। যেক্ষেত্রে E-Auction এর মাধ্যমে নিলাম করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতিতে নিলাম সম্পন্ন করতে হবে।

(১) নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুতকরণ: আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত পণ্যচালান আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২১/৩০ দিন যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য) খালাস নেওয়া বা রপ্তানি সম্পন্ন করা না হলে উক্ত নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তালিকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে। একইসাথে, আইন দ্বারা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই ASYCUDA World System এ সংশ্লিষ্ট বিল অব লেডিং, এয়ারওয়ে বিল, ট্রাক রিসিপ্ট/রেলওয়ে রিসিপ্ট এবং বিল অব এন্ট্রি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং আইজিএম স্বয়ংক্রিয়ভাবে Blocked/Flagged হয়ে যাবে। এভাবে ASYCUDA World System এ প্রয়োজনীয় সংযোজনী আনতে হবে এবং পরবর্তীতে ASYCUDA World System থেকে এ ধরনের Blocked/Flagged বিল অব লেডিং, এয়ারওয়ে বিল, ট্রাক রিসিপ্ট/ রেলওয়ে রিসিপ্ট এবং পণ্য ঘোষণা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর তালিকা তৈরি করে নিলাম কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু করবে। অখালাসকৃত পণ্য চালানের তালিকা পাওয়ার পর তালিকায় উল্লিখিত পণ্যচালান খালাস নেওয়ার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত নোটিশ প্রদান করার পরও নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যচালান খালাস না নিলে ঐ সকল পণ্য ১০০% কায়িক পরীক্ষণ সাপেক্ষে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।

চোরাচালান বা আইনের অন্য কোন বিধান লংঘনের অভিযোগে আটককৃত পণ্যচালান আটকের ৩০ দিনের মধ্যে কোন দাবিদার না পাওয়া গেলে বা দাবীর বিষয়টি প্রমাণিত না হলে তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যচালান নিলামের উদ্দেশ্যে লটভুক্ত করে প্রতিটি লটের বিপরীতে একটি নাম্বার প্রদান করতে হবে।

প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুত করতে হবে। পূর্বের ৩ (তিন) টি নিলামে বিক্রি হয়নি এমন একাধিক লটের পণ্যচালান একত্র করে অথবা পূর্বে আয়োজিত একাধিক নিলামে বিক্রি হয়নি এমন লটকে বর্তমান লটের সাথে একত্র করে একটি মেগালট তৈরি করা যাবে।

(২) লটভুক্ত পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ বা ইনভেন্ট্রি: লটভুক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এর গুণগত মান, পরিমাণ ইত্যাদি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নিলাম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত রেভিনিউ অফিসার অথবা এতদউদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিলাম শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার এবং ক্ষেত্রবিশেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত দপ্তরে কর্মরত অ্যাসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসারদের সমন্বয়ে এক বা একাধিক ইনভেন্ট্রি টিম গঠন করবেন। উক্ত টিম পণ্যচালান পরীক্ষণের দিনক্ষণ বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে বন্দর কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়ে পণ্য পরীক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উক্ত টিম বন্দরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিটি লটের পণ্য কায়িক পরীক্ষা করবেন এবং কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে পূর্বের কায়িক পরীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতি-পরীক্ষা (Cross-Check) করবেন এবং ইনভেন্ট্রি টিমের সদস্যদের এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) অথবা এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। কোন পরীক্ষণ প্রতিবেদন সন্দেহজনক হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পুনরায় পণ্যচালান পরীক্ষণ করতে পারবেন।

চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গুদামে জমাদানের সময় প্রস্তুতকৃত গুদাম রেজিস্টার (জি.আর) এর বর্ণনা ইনভেন্ট্রি হিসেবে গণ্য হবে। এ জাতীয় পণ্য যেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণে গ্রহণ করা হবে সেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক লটভুক্ত করতে হবে। তবে, পণ্য গ্রহণের পর কোন যৌক্তিক কারণে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে মর্মে গুদাম কর্মকর্তা লিখিতভাবে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে উক্ত পণ্যচালান ইনভেন্ট্রি করা যাবে। ইনভেন্ট্রিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

(৩) ক্যাটালগ তৈরি: ইনভেন্ট্রিকৃত লটের পণ্য নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নিলামের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। উক্ত তারিখের পর্যাপ্ত সময় পূর্বে লটগুলোকে নিলামের ক্যাটালগভুক্ত করার জন্য লটের তালিকা নিলামকারীকে সরবরাহ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিলামকারী ক্যাটালগ তৈরি করবেন। কোন লটের পণ্যের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষণ বা আমদানি নীতি আদেশের কোন শর্ত পরিপালনের বিধান থাকলে তা ক্যাটালগে সংশ্লিষ্ট লটের বিপরীতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ই-অকশন সফটওয়্যার (E-Auction software) ব্যবহার করতে হবে। অনলাইন নিলাম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিলামযোগ্য পণ্যের ছবি (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে) ই-অকশন সফটওয়্যার এ Upload করতে হবে।

(৪) দরদাতার যোগ্যতা: দরদাতা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, মূসক নিবন্ধন, টি আই এন সনদপত্র ও হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে। ব্যক্তি শ্রেণীর দরদাতার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র টিআইএন সনদ ও হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে।

(৫) সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ: সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস, আর, ও নং ৫৭-আইন/২০০০/ ১৮২১/শুল্ক তারিখ-২৩/০২/২০০০ (আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০০) এর বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারিত হবে এবং পণ্য সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে এর গুনগত মান বিবেচনায় যথাযথ পরিমাণ অবচয় নির্ধারণ করতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে আমদানির পর প্রথম বছর ব্যতিরেকে পরবর্তী বছর হতে বছর ভিত্তিক ১০% হারে সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত অবচয় প্রদান করে সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য দরপত্র আহ্বানের সময়ই প্রকাশ করতে হবে।

(৬) নিলাম অনুষ্ঠানের প্রচার: নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নির্দেশক্রমে নিলামকারী নিলাম অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১০ (দশ) কার্যদিবস পূর্বে অন্ততঃ ১ টি জাতীয় দৈনিকে এবং ১ টি স্থানীয় দৈনিকে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখ, ক্যাটালগ প্রদানের তারিখ ও ক্যাটালগের

মূল্য, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ ও সময়সহ নিলামের অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। তবে, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস আগে হতে হবে এবং নিলাম অনুষ্ঠানের ০২ (দুই) দিন পূর্বে **চূড়ান্ত তালিকা** প্রকাশ করা হবে। যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর উক্ত বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট নিলামকারী উপস্থাপন করবেন।

(৭) নিলামযোগ্য পণ্যের জামানতের পরিমাণ: দরপত্রে দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্যের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) দরপত্রের জামানত হিসেবে উল্লেখ করতে হবে এবং উক্ত জামানত দরপত্র দাখিলের সময় পে-অর্ডার বা অন্য কোন যাচাইযোগ্য নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে। নিলাম কার্যক্রম শেষে উক্ত জামানত ফেরতযোগ্য হবে।

(৮) নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা: বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে নিলামকারী নিলাম শাখার কর্মকর্তা ও সিভিল এ্যাভিয়েশন/বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির সহযোগিতায় আগ্রহী ক্রেতাদের লটভুক্ত পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(৯) নিলাম অনুষ্ঠান: কাস্টমস কর্তৃপক্ষ/ নিলামকারী নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ওয়েবসাইট (www.bangladeshcustoms.gov.bd) এ উল্লিখিত ই-অকশন (E-Auction) পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিলামে অংশগ্রহণকারীদের জামানতসহ দরপত্র দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিসে নিলাম বাক্স স্থাপন করতে হবে। অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাক্স স্থাপনের আবশ্যকতা নেই। দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় শেষে দ্রুততম সময়ে নিলামকারী নিজ দায়িত্বে সকল নিলাম বাক্স সিলগালা করে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট আনবেন। অতঃপর নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিলামে অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে প্রতিটি বাক্স খুলতে হবে। প্রতিটি লটের বিপরীতে প্রাপ্ত দরমূল্য উদ্ধৃত করে একটি তুলনামূলক বিবরণী তৈরি করতে হবে। উক্ত বিবরণীতে এতদ্‌উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা এবং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করবেন। ই-অকশন (E-Auction) এর ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

(১০) নিলাম কমিটির সুপারিশ: নিলাম অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কমিশনারের নিকট সুপারিশ করার জন্য নিলাম কমিটি সংরক্ষিত মূল্য, প্রাপ্ত দরমূল্য ও অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই করে নিম্নরূপ পন্থা অবলম্বন করবেন:

(ক) প্রথম নিলামে কোন লটের বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্যের কমপক্ষে ৬০% দরপ্রাপ্ত মূল্যসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করতে হবে;

(খ) প্রথম নিলামে ৬০% দরপত্র মূল্য পাওয়া না গেলে ন্যূনতম ৪৫% উদ্ধৃত দরদাতাগণ ন্যূনতম ৬০% দরমূল্যে পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী মর্মে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে নিলাম কমিটির আহ্বায়কের নিকট অফার দাখিল করতে পারবেন। নিলাম কমিটির আহ্বায়ক প্রাপ্ত অফারমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করবেন;

(গ) প্রথম নিলামে ন্যূনতম ৬০% দরপত্র মূল্য বা ক্ষেত্রমতে ন্যূনতম ৬০% অফারমূল্য না পাওয়া গেলে তা দ্বিতীয় নিলামে তুলতে হবে। দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা বেশি মূল্য পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করতে হবে।

(ঘ) দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা কম দর পাওয়া গেলে, প্রথম নিলামের ন্যায় অফার প্রদান করে দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা বেশি দর পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রির সুপারিশ করা যাবে। উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় নিলামে পণ্য বিক্রি না হলে তা তৃতীয় নিলামে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় নিলামে যে মূল্য পাওয়া যাবে সেই মূল্যেই সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করতে হবে। তবে, কোন নিলামে দরপত্র পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) যদি কোন কারণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিলামে পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব না হয় তবে সে ক্ষেত্রে মেগালট তৈরির মাধ্যমে পরবর্তী নিলামে তোলার জন্য নিলাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করবে।

নিলামে বিক্রয়যোগ্য পণ্য খালাসের পূর্বে কোন রাসায়নিক পরীক্ষণ বা অন্য কোন শর্ত পরিপালন প্রয়োজন হলে সে সকল শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে পণ্য খালাসযোগ্য হবে মর্মে সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে।

(১১) নিলাম অনুমোদন: নিলাম কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার নিলাম কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করবেন অথবা যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক আইনানুগ অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন।

নিলাম অনুমোদনের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিডারের অনুকূলে বিক্রয়াদেশ প্রদান করতে হবে। তবে যৌক্তিক কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে বিক্রয়াদেশ প্রদান সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশনার উক্ত সময়সীমা আরও ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(১২) অনুমোদিত লট অবহিতকরণ: কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বিক্রয় অনুমোদনপ্রাপ্ত লটসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস/কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। অনলাইনে নিলামের ক্ষেত্রে ই-মেইলের মাধ্যমে অথবা পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে বিডারকে জানাতে হবে।

(১৩) নিলাম স্থগিতকরণ এবং আমদানিকারক/রপ্তানিকারকের অনুকূলে পণ্য ছাড় প্রদান:

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে বা অনিবার্য কোন কারণে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কারণ উল্লেখ করে নিলাম স্থগিত করতে পারবেন;

(খ) নিলাম স্থগিতকরণ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোন সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকলে সে মোতাবেক নিলাম স্থগিত করা যাবে;

(গ) প্রতিবার নিলামের বিজ্ঞপ্তি জারীর পূর্ব পর্যন্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার পণ্য খালাসের আবেদন করলে কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ন্যায়-নির্ণয়ন সাপেক্ষে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খালাসের অনুমতি প্রদান করবেন। তবে, আমদানি নীতি আদেশে উল্লিখিত শর্তযুক্ত কোন পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারি কোন দপ্তর হতে কোন অনাপত্তি বা পারমিট সংগ্রহে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হলে সেক্ষেত্রে কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট ন্যায়নির্ণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ন্যায় নির্ণয়ন ব্যতিরেকে পণ্যচালান খালাসের অনুমতি দিতে পারবেন;

(ঘ) পণ্যচালান নিলামের জন্য ক্যাটালগভুক্ত হওয়ার পরও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক যৌক্তিক বিবেচিত হলে তৎপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনের বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে নিলাম প্রক্রিয়া হতে প্রত্যাহারপূর্বক আমদানিকারক-রপ্তানিকারকের অনুকূলে পণ্য ছাড় প্রদান করা যাবে;

(ঙ) বিক্রয়াদেশ জারির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিডার পণ্য ডেলিভারি নিতে বিরত থাকলে অথবা নিলামে উক্ত পণ্যের কোন দরদাতা পাওয়া না গেলে পরবর্তী নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারীর পূর্ব পর্যন্ত উপর্যুক্ত দফা (গ) অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(১৪) অনুমোদিত লটের পণ্য হস্তান্তর:

(ক) অনুমোদিত লটসমূহের বিক্রয়াদেশ কাস্টমস হাউস/কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে দরমূল্য প্রযোজ্য হারে অগ্রিম আয়কর ও অগ্রিম মূসকসহ পরিশোধ করতে হবে। দরমূল্য প্রাপ্তির পর ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিডারের অনুকূলে ডেলিভারি অর্ডার ইস্যু করতে হবে।

(খ) পণ্য ডেলিভারি পর্যায়ে নিলাম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারি রাজস্ব কর্মকর্তা পণ্য হস্তান্তর কার্যক্রম তদারক করবেন এবং পণ্য হস্তান্তর করে অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার (নিলাম) বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য চালান খালাস গ্রহণ করলে নিলামে বিক্রিত পণ্যের ক্ষেত্রে কোন গুদাম ভাড়া প্রযোজ্য হবে না। যদি বিডার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন তবে সেক্ষেত্রে তিনি কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশনারের নিকট সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করবেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনার অতিরিক্ত ০৭ (সাত) দিন পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন। রাসায়নিক পরীক্ষণ বা অন্য কোন শর্ত পরিপালনের ক্ষেত্রে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হলে বিডারের আবেদন বিবেচনায় কমিশনার যুক্তিসংগত সময় প্রদান করতে পারবেন। উক্ত বর্ধিত সময়ের পরও পণ্য গ্রহণে বিরত থাকলে অননুমোদিত সময়ের জন্য কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত হারে গুদাম ভাড়া আদায়যোগ্য হবে।

(ঘ) কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও বিডার পণ্য গ্রহণ না করলে ১৫ (পনের) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কমিশনার বিক্রয় অনুমোদন বাতিল করে বিডারের জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন।

(ঙ) বিক্রয়াদেশ বাতিলকৃত পণ্য পুনরায় নতুনভাবে ক্যাটালগভুক্ত করে নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৫) চার্জ পরিশোধ:

নিলামে প্রাপ্ত অর্থ আইনের ধারা ২৩৭ এর বিধান অনুযায়ী নিম্নরূপে বণ্টন করতে হবে-

(ক) প্রথমত, বিক্রয়ের ব্যয়সমূহ (নিলামকারীর কমিশন বা অন্য কোন ব্যয়) পরিশোধ করতে হবে।

(ঘ) অতঃপর, পণ্যের উপর প্রদেয় ফ্রেইট অথবা অন্যান্য চার্জসমূহ (যদি থাকে) পরিশোধ করতে হবে।

(গ) অতঃপর, উক্ত পণ্যের উপর সরকারকে প্রদেয় কাস্টমস-শুল্ক, অন্যান্য কর এবং পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

(ঘ) অতঃপর, উক্ত পণ্য হেফাজতে রক্ষাকারী ব্যক্তি (কাস্টোডিয়ান) এর পাওনা চার্জসমূহ পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ হিসেবে কন্টেইনারের মাধ্যমে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের ক্ষেত্রে দফা (ক), (খ) ও (গ) এ বর্ণিত পাওনা পরিশোধের পর যদি অবশিষ্ট থাকে তবে নিলাম ডাকমূল্যের সর্বোচ্চ ২০% অথবা অবশিষ্ট অর্থ এ দুটির মধ্যে যেটি কম সেটি হেফাজতে রক্ষাকারী ব্যক্তি (কাস্টোডিয়ান)-কে পরিশোধ করতে হবে। কন্টেইনার ব্যতীত অন্যান্যভাবে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের ক্ষেত্রে দফা (ক), (খ) ও (গ) এ বর্ণিত পাওনা পরিশোধের পর যদি অবশিষ্ট থাকে তবে ডাকমূল্যের সর্বোচ্চ ১৫% অথবা অবশিষ্ট অর্থ এ দুটির মধ্যে যেটি কম সেটি হেফাজতে রক্ষাকারী ব্যক্তি (কাস্টোডিয়ান)-কে পরিশোধ করতে হবে।

(ঙ) অবশিষ্ট, যদি থাকে, পণ্যের মালিককে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে প্রদান করা যাবে।

(১৬) নিলাম কার্যক্রম বিঘ্নিত করার শাস্তি:

নিলামে অংশগ্রহণকারী বা অন্য কোন ব্যক্তি নিলাম কার্যক্রমে কোন প্রকার বাধা প্রদান করলে; নিলামে অংশগ্রহণকারী অন্য কোন অংশগ্রহণকারীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলে এবং তা প্রমাণিত হলে উক্ত অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। এছাড়াও, ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিলাম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিলামকারীর কোন গাফিলতি পাওয়া গেলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(৩) ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি:

(ক) ধ্বংসযোগ্য পণ্য: নিম্নলিখিত পণ্যসমূহ ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে-

(১) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদসংক্রান্ত বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, অথবা মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

বা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব না হলে;

(২) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় সম্ভব না হলে;

(৩) আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য;

(৪) আমদানি নীতি আদেশের পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য;

(৫) আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলাম বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে।

(খ) ধ্বংস কমিটি: দফা (ক) এ বর্ণিত ধ্বংসযোগ্য পণ্য ধ্বংসের জন্য নিম্নরূপে কমিটি গঠন করতে হবে-

ক্র. নং	কর্মকর্তা	কমিটিতে অবস্থান
(১)	কাস্টমস হাউস বা কমিশনারেট এর জয়েন্ট কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
(২)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	পুলিশ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত সহকারী পুলিশ সুপার/সম পদ মর্যাদার বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ/ সিভিল এভিয়েশন/বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	বিজিবি/কোস্টগার্ড এর সহকারী পরিচালকের নিম্নে নহেন এমন একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের নিম্নে নহেন এমন একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের নিম্নে নহেন এমন একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে))	সদস্য
(৮)	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৯)	অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার (নিলাম)	সদস্য সচিব

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির আহবায়ক পরিস্থিতির প্রয়োজন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(গ) উপর্যুক্ত কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে এবং ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

(গ) ধ্বংস পদ্ধতি: সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস/কমিশনারেটের নিলাম শাখা ধ্বংসযোগ্য মালামালের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রনয়ণ করে নিলাম কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে এবং নিলাম কমিটি উক্ত তালিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক চূড়ান্ত করবে। তালিকায় পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, ব্র্যান্ড, মডেল, আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর, তৈরীসন, তৈরীদেশ, মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি যথাসম্ভব উল্লেখ থাকতে হবে। তালিকা প্রণয়নকারী কর্মকর্তাগণ তালিকার প্রতিটি পাতায় নামীয় সিলসহ স্বাক্ষর করবেন এবং উক্ত তালিকাটি সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। অতঃপর ধ্বংস কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে ধ্বংসের স্থান নির্ধারণ করবেন অথবা ধ্বংস কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে পণ্য ধ্বংসের স্থান ও দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস পূর্বে ধ্বংস কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করবেন। নির্ধারিত সময়ে ধ্বংসযোগ্য পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রচলিত আইন/বিধি ও

ধ্বংস পদ্ধতি অনুসরণ করে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসকালে কমিটির কোন সদস্য উপস্থিত না থাকলে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসের পর পণ্যের তালিকাটি ধ্বংস কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ প্রতিস্বাক্ষর করবেন এবং ধ্বংস কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর দাখিল করবেন।

৮। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ: এই আদেশের অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে তার জন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাবে না।

৯। এই আদেশ মোতাবেক নিয়মিতভাবে নিলাম এবং ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালনা করে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিলাম শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

১০। এই আদেশের কোন বিষয়ের সাথে আইন বা কোন বিধিতে উল্লিখিত বিধানের বৈসাদৃশ্য বা অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে আইন, বিধি বা এস, আর, ও এর বিধান প্রাধান্য পাবে।

১১। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পরিশিষ্ট-ক

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	জিআর নং ও তারিখ	নিলামের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য	সর্বোচ্চ দর	সর্বোচ্চ দরদাতার নাম, ঠিকানা, এনআইডি নং ও টেলিফোন নং	জামানতের পরিমাণ (সর্বোচ্চ দরের ২০%)	জামানত প্রদানের মাধ্যম (ই-পেমেন্ট, এ চালান, ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার)	ই-পেমেন্ট/এ চালান/ ট্রেজারি চালান/পে-অর্ডারের নং তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

০১/০৭/২০২৪

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

স্থায়ী আদেশ নং-৯১/কাস্টমস/২০২৫/১২৩

তারিখ: ১৮ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ০২ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণ:

(১) সদস্য (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

(২) প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

(৩) কমিশনার/মহাপরিচালক (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ।

(৪) মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা/ সিআইসি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

(৫) সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে আলোচ্য স্থায়ী আদেশটি NBR ও কাস্টমসের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(৬) প্রথম সচিব/দ্বিতীয় সচিব (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

(৭) উপ-পরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেঁজগাও, ঢাকা (তাঁকে বাংলাদেশ গেজেটে ৫০০ কপি প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০২.০৭.২০২৫

ফাতেমা খায়রুন নূর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: গোয়েন্দা ও নিলাম)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা